বিভ্রান্তিকর বিশ্বে সত্যের অন্বেষণ

Discerning the Truth in a Confusing World

তারিখ: ২১ জুন, ২০২৬ **উপাসনা:** পেন্টেকোস্টের পর ৪র্থ রবিবার

শাস্ত্রপাঠসমূহ: যিশাইয় ৫৫:১-১১ | গীতসংহিতা ১৪০ | ফিলিপীয় ৪:১-৭ | যোহন ৮:৩১-৩৮

> **মূল বাক্য:**
> "তখন তোমরা সত্য কি তা জানতে পারবে, আর সেই সত্যই তোমাদের স্বাধীন করবে।" — যোহন ৮:৩২

ভূমিকা

আমরা এমন এক বিশ্বে বাস করছি যা নানা আওয়াজে পরিপূর্ণ—নিউজ চ্যানেল, সোশ্যাল মিডিয়া, ইনফ্লুয়েন্সার, মতাদর্শ এবং প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত তথ্যের এক তীব্র প্রবাহ। মানুষ আজ অনুসন্ধান করছে—তারা খুঁজছে জীবনের অর্থ, উত্তর, শান্তি এবং সর্বোপরি সত্য। কিন্তু যখন সত্য ও মিথ্যার মাঝখানের রেখাটি অস্পষ্ট হয়ে যায়, তখন কী ঘটে? যখন মতামতকে ভুলবশত তথ্য বলে ধরে নেওয়া হয় এবং অনুভূতি বিশ্বাসের ওপর কর্তৃত্ব করে?

এমনই এক সময়ে, চার্চের (মণ্ডলী) দায়িত্ব হলো এই কোলাহলে নতুন কোনো আওয়াজ যোগ না করে, বরং স্পষ্টতার এক আলোকবর্তিকা হিসেবে জেগে ওঠা। খ্রিস্টের বার্তা চিরকাল অপরিবর্তিত: সত্য কেবল কোনো ধারণা বা তত্ত্ব নয়—সত্য হলেন একজন ব্যক্তি, যিনি যিশু খ্রিস্ট। যেমন যিশু বলেছিলেন, "তখন তোমরা সত্য কি তা জানতে পারবে, আর সেই সত্যই তোমাদের স্বাধীন করবে" (যোহন ৮:৩২)। পেন্টেকোস্টের পর এই চতুর্থ রবিবারে, আসুন আমরা প্রদত্ত শাস্ত্রপদগুলো ধ্যান করার মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করি যে, এই বিভ্রান্তিকর পৃথিবীতে সত্যকে কীভাবে চেনা বা অন্বেষণ করা যায়।

১. সুসমাচারের দৃষ্টিকোণ: সত্য যা মুক্তি দেয় (যোহন ৮:৩১-৩৮)

যিশু সেইসব ইহুদিদের উদ্দেশ্যে কথা বলছিলেন যারা তাঁর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং তিনি একটি বিষয় স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন: কেবল বিশ্বাসই যথেষ্ট নয়। "তোমরা যদি আমার শিক্ষা মেনে চল, তবে সত্যিই তোমরা আমার শিষ্য। তখন তোমরা সত্য কি তা জানতে পারবে, আর সেই সত্যই তোমাদের স্বাধীন করবে" (পদ ৩১- can ৩২)। এই সত্য কোনো বিমূর্ত বিষয় নয়; এটি জীবন্ত এবং মুক্তিসূচক। এটি আমাদের ভাঙাগড়া রূপ এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহকে প্রকাশ করে। এটি আমাদের জাগতিক সমস্যা থেকে নয়, বরং পাপের দাসত্ব এবং আত্মপ্রবঞ্চনা (নিজেকে ফাঁকি দেওয়া) থেকে মুক্ত করে।

ইহুদিরা উত্তর দিয়েছিল, "আমরা অব্রাহামের বংশধর, আমরা কখনো কারও গোলাম বা দাস ছিলাম না।" তাদের আত্মবিশ্বাস ছিল তাদের ঐতিহ্য এবং বাহ্যিক ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের ওপর। কিন্তু যিশু তাদের ভেতরের গভীর বন্দিদশাকে উন্মোচিত করলেন: "যে কেউ পাপ করে, সে পাপের দাস" (পদ ৩৪)। আজকের দিনেও, অনেকে নিজেদের স্বাধীন মনে করলেও আসলে তারা জাগতিকতা, ভয়, ঘৃণা, আসক্তি এবং ভ্রান্ত মতবাদের দাসত্বে বন্দি জীবন কাটাচ্ছেন।

প্রকৃত স্বাধীনতা তখনই আসে যখন আমরা খ্রিস্ট এবং তাঁর বাক্যে অবস্থান করি। তিনিই সেই চশমা বা মাধ্যম হয়ে ওঠেন যার সাহায্যে আমরা বিভ্রান্তির মাঝে সত্য এবং অন্ধকারের মাঝে আলোকে চিনতে পারি।

> **একটি দৃষ্টান্ত:** এক ব্যক্তি একবার একটি আর্ট গ্যালারিতে গিয়ে একটি মাস্টারপিস বা বিখ্যাত চিত্রকর্মের সামনে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। দূর থেকে এটিকে কেবল রঙের এলোমেলো ছড়াছড়ি মনে হচ্ছিল। কিন্তু যখন তিনি আরও কাছে এগিয়ে গেলেন এবং মনোযোগ দিলেন, তখন ক্রুশের ওপর খ্রিস্টের ছবি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠল। সত্য অনেক সময় দূরত্ব এবং বিকৃতির কারণে অস্পষ্ট দেখায়—কিন্তু আমরা যখন যিশুর আরও কাছে আসি, তখন স্পষ্টতার আলো দেখা দেয়।

২. ভাববাদীর দৃষ্টিকোণ: ঈশ্বরের বাক্য কখনো ব্যর্থ হয় না (যিশাইয় ৫৫:১-১১)

যিশাইয় ৫৫ অধ্যায়টি একটি আহ্বানের মাধ্যমে শুরু হয়: "তোমরা যারা তৃষ্ণার্ত, তারা সবাই জলের কাছে এসো..." (পদ ১)। সত্যের জন্য তৃষ্ণার্ত এই পৃথিবীতে ঈশ্বর বিনামূল্যে জীবন্ত জল—তাঁর বাক্য দান করছেন। কিন্তু আমাদের সতর্কও করা হয়েছে: "যা খাদ্য নয়, তার জন্য কেন টাকা খরচ করছ? আর যা তোমাদের তৃপ্তি দেয় না, তার জন্য কেন কঠোর পরিশ্রম করছ?" (পদ ২)।

আজ অনেকে মিথ্যা, অপপ্রচার এবং অগভীর প্রতিশ্রুতির পেছনে ছুটছেন। ৮-৯ পদ আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে ঈশ্বরের চিন্তা আমাদের চিন্তার মতো নয়, আর তাঁর পথও আমাদের পথের মতো নয়। অতএব, সত্যের অন্বেষণ শুরু হয় সমর্পণের মাধ্যমে—এই স্বীকারোক্তির মধ্য দিয়ে যে ঈশ্বর এই জগতের চেয়ে অনেক বেশি জ্ঞানী। তাঁর বাক্যই আমাদের সত্যের ভিত্তি। ১১ পদে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে, "তেমনি আমার মুখ থেকে যে বাক্য বের হয় তাও ব্যর্থ হয়ে আমার কাছে ফিরে আসবে না..." এই বিভ্রান্তিকর পৃথিবীতে আমাদের ট্রেন্ড (চলতি ধারা) বা আবেগের পেছনে না ছুটে ঈশ্বরের বাক্যের কাছেই নোঙর ফেলতে হবে। এটি হৃদয়ের উদ্দেশ্যকে বিচার করে, অপরাধী সাব্যস্ত করে, সুস্থ করে এবং সঠিক দিকনির্দেশনা দেয়।

> **একটি দৃষ্টান্ত:** ঝড়ের সময় নাবিকেরা জাহাজকে ভেসে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে নোঙর ফেলে। একইভাবে, মিথ্যার ঝড়ের মাঝে ঈশ্বরের বাক্যই হলো আমাদের নোঙর। এটি হয়তো ঝড়কে থামিয়ে দেয় না, কিন্তু আমাদের হারিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করে।

৩. গীতরচকের আর্তনাদ: মন্দতা ও মিথ্যার মাঝে প্রার্থনা (গীতসংহিতা ১৪০)

গীতসংহিতা ১৪০-এ একটি আন্তরিক আকুতি প্রকাশ পেয়েছে: "হে সদাপ্রভু, দুষ্টদের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার কর; হিংস্র লোকদের থেকে আমাকে রক্ষা কর..." (পদ ১)। গীতরচক আমাদের মতোই এক প্রতারণা ও বিপদের সময়ে বাস করতেন। মন্দ লোকেরা মিথ্যা ছড়াচ্ছিল, বিরোধ সৃষ্টি করছিল এবং ফাঁদ পাতছিল। এর জবাবে গীতরচক প্রতিশোধ নেননি—তিনি প্রার্থনা করেছিলেন।

সত্যকে চেনার ক্ষেত্রে প্রার্থনা অপরিহার্য। আমরা কেবল বুদ্ধিবৃত্তিক স্পষ্টতা নয়, বরং আত্মিক বিচক্ষণতা বা আত্মিক জ্ঞান খুঁজি। যখন মিথ্যা অত্যন্ত সূক্ষ্ম হয় এবং সত্য অপ্রিয় হয়ে ওঠে, তখন আমরা নম্রভাবে হাঁটু গেড়ে বসি। গীতরচক বিভ্রান্তিকর সময়ে সজাগ থাকা এবং ঈশ্বরের ওপর নির্ভরশীলতার এক চমৎকার আদর্শ দেখিয়েছেন। ১২ পদ আমাদের উৎসাহিত করে: "আমি জানি, সদাপ্রভু দরিদ্রদের পক্ষে বিচার করবেন এবং অভাবীদের অধিকার রক্ষা করবেন।" যখন সত্য পরাজিত বলে মনে হয়, তখনও ঈশ্বর পর্দার আড়ালে কাজ করে যান।

একটি দৃষ্টান্ত: একজন মিশনারি একবার এমন এক উপজাতীয় গ্রামে গেলেন যেখানে তাঁর পৌঁছানোর আগেই তাঁর সম্পর্কে নানান গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল। বিপদের আশঙ্কায় তিনি কথা বলার আগে হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করলেন। এর ফলে গ্রামবাসীদের ভেতরের বিভ্রান্তি কৌতূহলে এবং পরবর্তীতে তাদের মন পরিবর্তনে রূপান্তরিত হলো। প্রার্থনা সত্যের জন্য মাটিকে প্রস্তুত করে।

৪. প্রেরিত শিষ্যের পরামর্শ: শান্তিতে অবিচল থাকা (ফিলিপীয় ৪:১-৭)

ফিলিপীয়দের প্রতি পলের পরামর্শ আজ আমাদের জন্য ভীষণ প্রাসঙ্গিক: "তোমরা প্রভুতে স্থির থাক... তোমাদের নম্রতা সবার কাছে প্রকাশ পাক... তোমরা কোন বিষয়েই উদ্বিগ্ন হয়ো না..." (পদ ১, ৫, ৬)। সত্যের অন্বেষণ কেবল একটি বুদ্ধিবৃত্তিক প্রক্রিয়া নয়—এটি একটি আত্মিক সাধনা যার জন্য অভ্যন্তরীণ শান্তির প্রয়োজন।

৭ পদ আমাদের এক সুন্দর প্রতিজ্ঞা দেয়: "তাতে ঈশ্বরের যে শান্তি সমস্ত বুদ্ধির অগম্য, তা খ্রিস্ট যিশুতে তোমাদের হৃদয় ও মনকে পাহারা দেবে।" যে পৃথিবীতে উদ্বেগ আমাদের যুক্তিকে গ্রাস করে এবং সংঘাত সত্যকে আড়াল করে, সেখানে শান্তিই হয়ে ওঠে আমাদের রক্ষক। নম্রতা, আনন্দ এবং কৃতজ্ঞতা হলো সত্য চেনার হাতিয়ার। এগুলো আমাদের ভালোভাবে শুনতে, অনুগ্রহের সাথে সাড়া দিতে এবং প্রতারণাকে ভেদ করে সত্য দেখতে সাহায্য করে। সত্য চেঁচামেচি করে প্রকাশ করা হয় না; এটি খ্রিস্টের ওপর শান্ত আত্মবিশ্বাসের সাথে যাপন করতে হয়।

একটি দৃষ্টান্ত: একটি লাইটহাউস বা আলোকস্তম্ভ নিজে নড়াচড়া করে না বা কোনো শব্দ করে না; এটি কেবল দাঁড়িয়ে থাকে এবং আলো ছড়ায়। একইভাবে, খ্রিস্টানদেরও নম্র, আনন্দিত এবং অবিচল থাকার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে—যাতে কেবল আমাদের কথার মাধ্যমে নয়, বরং আমাদের জীবনযাপনের মাধ্যমে সত্য প্রকাশিত হয়।

উপসংহার

যে বিশ্বে মিথ্যাকে সত্য হিসেবে বাজারজাত করা হচ্ছে এবং সত্যকে আপত্তিকর বলে বর্জন করা হচ্ছে, সেখানে আমাদের এমন শিষ্য হতে আহ্বান জানানো হয়েছে যারা খ্রিস্টে অবস্থান করবে, তাঁর বাক্য শুনবে, আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করবে এবং শান্তিতে বসবাস করবে। সত্য অন্বেষণ করা মানে কেবল তর্কে জেতা নয়—এর অর্থ হলো খ্রিস্ট যে স্বাধীনতা দান করেন তার মধ্যে চলা এবং অন্যদের তাঁর আলো দেখতে সাহায্য করা। আমাদের মনে রাখতে হবে: সত্য কেবল কোনো তথ্য বা জ্ঞান নয়—এটি একটি রূপান্তর। আর কেবল যারা এই সত্যের পথে চলবে, তারাই এর আনা আনন্দ, শান্তি এবং মুক্তির অভিজ্ঞতা লাভ করবে।

প্রার্থনা

দয়াময় ঈশ্বর, এই বিভ্রান্তি ও সংঘাতের যুগে আমাদের সত্যের অন্বেষণকারী হতে সাহায্য কর। তোমার বাক্য শোনার জন্য আমাদের কান, তোমার আত্মাকে গ্রহণ করার জন্য আমাদের হৃদয় এবং যা কিছু উত্তম, সঠিক ও পবিত্র তা চেনার জন্য আমাদের মনকে উন্মুক্ত কর।

এই পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে আমাদের দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি দাও। আমাদের এমন প্রজ্ঞা দাও যা জ্ঞানকে অতিক্রম করে এবং এমন শান্তি দাও যা সমস্ত বুদ্ধির অগম্য। আমাদের সত্যস্বরূপ খ্রিস্টে অবস্থান করতে সাহায্য কর, যেন আমাদের জীবন তাঁর স্বাধীনতা ও অনুগ্রহকে প্রতিফলিত করতে পারে।

যিশুর নামে প্রার্থনা করি। আমেন।